তারিখ · 30 · JAN · 2016
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৩

যুগান্তর

ব্যবসায় শিক্ষা : বর্তমান প্রেক্ষাপটে কেন গুরুত্বপূর্ণ

এম. এ. কালাম, অধ্যক্ষ, গুলশান কমার্স কলেজ, প্রতিষ্ঠাতা, কমার্স পাবলিকেশন্স এবং লেখক, ব্যবসায় অনুষদ পাঠ্য (অনার্স)

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ব্যবসায় শিক্ষার যাত্রা

যে কোনো দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা গোটা জাতির গঠন প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঔপনিবেশিক আমলে অর্থাৎ ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সীমিত পরিসরে মানবিক অনুষদের অধীনে বাণিজ্য শিক্ষা উচ্চতর পর্যায়ে চালু হয়। ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত মাধ্যমিক পর্যায়ে প্রবেশিকা'য় (এন্ট্রান্স বা ম্যাট্রিক) ব্যবসায় শিক্ষার কোনো কোর্স পড়ানো হতো না। যদিও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিভাগ চালু ছিল। ১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টিং ও ম্যানেজমেন্ট ২টি বিষয় নিয়ে বাণিজ্য অনুষদ যাত্রা করে; ১৯৭৪ সালে এসে মার্কেটিং ও ফাইন্যান্স বিভাগ যুক্ত হয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪টিতে। এভাবে ৪টি থেকে বেড়ে বর্তমানে ৮টি কোর্স চালু আছে। সারা দেশের সবগুলি পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ব্যবসায় শিক্ষা চালু আছে। অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থী ব্যবসায় শিক্ষা বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জনের জন পড়াশোনা চালিয়ে যাচ্ছে।

দেশের ৫৪টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সবকটিরই প্রাণ হচ্ছে ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে ব্যবসা শিক্ষার প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। দেশের তরুণ প্রজন্ম ব্যবসায় শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হয়ে উঠছে; বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানগুলো দক্ষ, যোগ্য উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার আন্তরিক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। মজার ব্যাপার হলো, তথ্যপ্রযুক্তির উৎকর্ষের এ যুগে বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা মোটেই সাংঘর্ষিক নয়, একে অপরের সম্পূরক হয়ে পথ চলছে। প্রযুক্তির পাখায় ভর করে ব্যবসায় শিক্ষা পেতে যাচ্ছে উচ্চাসন।

মুক্তবাজার অর্থনীতি বিশ্বায়ন ও ব্যবসায় শিক্ষা

বিশ্বায়নের অভিঘাত সামলাতে হলে শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে হবে; বজায় রাখতে হবে আন্তর্জাতিক মান। এ ক্ষেত্রে তথ্যপ্রযুক্তির মহা সরণি বেয়েই ব্যবসায় মনস্ক জাতি গঠনের মাধ্যমেই মুক্তবাজার অর্থনীতির চ্যালেঞ্জকে করতে হবে মোকাবেলা। হেরে গেলে স্বনির্ভর জাতি হিসেবে টিকে থাকার সম্ভাবনা বিনষ্ট হবে। বিশ্বায়ন রাষ্ট্রীয় সীমানাকে উঠিয়ে এক বৈশ্বিক পটভূমি রচনা করছে; যাতে বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চল ও মানুষ একটি সর্বব্যাপী বিশ্বব্যবস্থার অধীন, যাকে বলে Global village। এটি একটি সার্বক্ষণিক ও চলমান প্রক্রিয়া। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে একবিশ্ব সীমানা, একবিশ্ব সম্প্রদায়; ব্যক্তি পাচ্ছে গ্লোবাল সিটিজেনের মর্যাদা।

মুক্তবাজার অর্থনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তিই হলো— পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার। এতে এক দেশের পণ্য, অন্য দেশে অবাধে বিচরণ করে। শ্রমের অবাধ যাতায়াত, পুঁজির অবাধ বিনিয়োগ নিশ্চিত হয়। বিশ্বের সব রাষ্ট্রকে একই বাণিজ্য-ব্যবস্থার অধীনে আনার জন্য মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। এর ফলে সৃষ্টি হচ্ছে পুঁজিবাদী গোষ্ঠী-রাষ্ট্র। পুঁজিবাদের হাত ধরে বিকশিত হচ্ছে অর্থনৈতিক সাম্রাজ্যবাদ। পুঁজির ধর্ম হচ্ছে বিস্তার লাভ করা। পুঁজিবাদী সাম্রাজ্যবাদ সস্তা শ্রমিকের দেশে বিনিয়োগ করে, সেই দেশের বাজার দখল করে এবং সেই দেশের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

এ সব দিক বিবেচনায় ব্যবসায় শিক্ষা অপরিসীম গুরুত্বের দাবিদার। এ যুগের ভোক্তা তার অধিকার সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। তার কথা, "আমাকে দামে ঠকাও, কেনা মালে ঠকিও না।" ব্যবসায় শাখা সম্পর্কে অধিক সচেতনতার অপূর্ব নিদর্শন ভোক্তার এ অভিব্যক্তি।

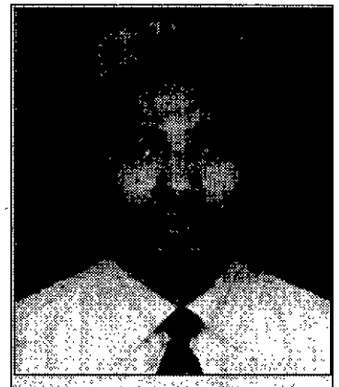

অধ্যক্ষ এম. এ. কালাম

১৯৭০ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাউন্টিং ও ম্যানেজমেন্ট ২টি বিষয় নিয়ে বাণিজ্য অনুষদ যাত্রা করে; ১৯৭৪ সালে এসে মার্কেটিং ও ফাইন্যান্স বিভাগ যুক্ত হয়ে সংখ্যা দাঁড়ায় ৪টিতে। এভাবে ৪টি থেকে বেড়ে বর্তমানে ৮টি কোর্স চালু আছে।

একবিংশ শতকের ব্যবসায় শিক্ষা সম্পূর্ণটাই প্রযুক্তি নির্ভর। ইন্টারনেট বিপ্লবের ফলে বই খাতার পাঠ চুকে যেতে বসেছে। দিন বদলের সুবাতাস বইছে শিক্ষা খাতে। প্রতিনিয়ত তৈরি হচ্ছে প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার। শ্রেণিকক্ষ রূপান্তরিত হচ্ছে ডিজিটাল ল্যাবে। চক ডাস্টারের জায়গা দখল করছে প্রজেক্টর। ভিডিও প্রোগ্রামের মাধ্যমে স্ক্রিনে ভেসে ওঠছে বহুমাত্রিক তথ্য-উপাত্ত-ছবি। ঘরে বসে বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের সাথে রাখা যাচ্ছে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে দৃশ্য পরম্পরায় পাঠ হচ্ছে আকর্ষণীয় ও মনোমুগ্ধকর।

পারিপার্শ্বিক দিক বিবেচনায় রেখে ব্যবসায় শিক্ষা এগিয়ে চলেছে। ব্যবসায় যারা সাফল্য অর্জন করছে; তারাই এখন অর্থনৈতিক পরাশক্তিতে (Economic superpower) রূপান্তরিত হয়েছে। সৃষ্টি হচ্ছে অর্থনৈতিক জোট। এই জোটের মাধ্যমে বহুজাতিক সংস্থাগুলো বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করছে। এমন এক সময় ছিল যখন বিশ্ব নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায় ছিল যুদ্ধের হুমকি এবং অস্ত্রের মহড়া কিন্তু বর্তমানে বাজার নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের মহোৎসব চলছে।

ব্যবসায়-বাণিজ্যকে উদ্দেশ্য করেই গড়ে উঠেছে অর্থলগ্নীকারী প্রতিষ্ঠান বিশ্বব্যাংক, IMF, ADB, IDB প্রভৃতি। বিশ্বব্যাংক হচ্ছে ব্যাংকার, অর্থনীতিবিদদের একটি কনসোর্টিয়াম। এই বিশ্বব্যাংক গত ৫০ বছরে যা আয় করেছে— পৃথিবীর সব ব্যাংক মিলেও তার এক শতাংশের এক দশমাংশও আয় করতে পারেনি। এই বিশ্বব্যাংক নিয়ন্ত্রণ করছে ব্যবসায় শিক্ষায় কীর্তিমানেরা। এ সব তথ্য থেকেই সহজেই অনুমেয় ব্যবসায় শিক্ষার গুরুত্ব।

ব্যবসায় শিক্ষার ডিগ্রি অর্জনে প্রাণান্ত প্রয়াস পরিলক্ষিত হচ্ছে বিশ্বের সর্বত্র। সারা বিশ্ব এখন ব্যবসায়ীদের করতলগত। রাজনীতি-সমাজনীতি ও অর্থনীতি সবই পরিচালিত হয় ব্যবসায়ীদের দ্বারা। ব্যবসায় শিক্ষার ডিগ্রি এখন সবার প্রথম পছন্দ। সাধারণ ডিগ্রির মান এখন অনেকটাই নিম্নগামী। এক সময় ব্যারিস্টারি পড়ার জন্য লন্ডনে যাওয়া ছিল স্বপ্নের বাস্তবায়ন, কিন্তু এখন BBA. MBA, CA, CMA, ACCA, CPA সে জায়গা দখল করে নিয়েছে, কারণ সবারই বোধগম্য। স্টুডেন্ট ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পায় ব্যবসায় শিক্ষা ডিগ্রি অর্জনের জন্য আবেদনকারীরা। এ অনুষদের ডিগ্রিধারীদের জন্য বিশ্ববাজারের দ্বার অবারিত। টাকায় নয়, ডলার, ইউরো'তে বেতন, মর্যাদা বিশ্ব নাগরিকের। এ সুযোগ কে হাত ছাড়া করে? তাই যুগের পছন্দ ব্যবসায় শিক্ষা।

পুঁজি বাজার ব্যবসায় অভিজ্ঞ লোকদের বিনিয়োগের উত্তম ক্ষেত্র। বর্তমান সময়ে অস্থিতিশীলতার পেছনে বিনিয়োগকারীদের সচেতনতার বিষয়টিও উল্লেখযোগ্য। শেয়ার বাজার সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করার জন্যও আমরা কাজ করে চলেছি। ব্যাংক, বীমা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ব্যবস্থাপনা পরিচালক, প্রধান নির্বাহী হিসেবে কাজ করার জন্য মানসিক প্রস্তুতি তৈরিতেও সহায়তা করছি। সর্বোপরি আমরা তথ্যপ্রযুক্তির সম্পৃক্ততায় পরিচালনা করছি সর্বোন্নত ব্যবসায় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ব্যবসায় শিক্ষা বলতে শুধুই বাণিজ্যিক মনোভাব নয়। উদার মনোভাব, গতিশীল, নেতৃত্ব, সৃজনশীলতার বিকাশ, চিন্তা-চেতনায় আধুনিকতার ছাপ সর্বশেষ ব্যবসায়-বাণিজ্যভিত্তিক তথ্য সরবরাহ করে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখতে চেষ্টা করছি আমরা।